

বর্গ হল ৫০টি (আদি বর্গ নয়টি ৫১টি)-সংস্কৃত অক্ষররে বর্গ

কালী বাগীশ্বরী, শব্দব্রহ্মময়ী । তাঁর কন্ঠরে পঞ্চাশৎ মুণ্ড বস্তুতঃ পঞ্চাশৎ বর্গমালার প্রতীক । কামধনুে তন্ত্ররে স্বয়ং মা নজিহে এর পরচিয় দয়ি়ে বলছেন- “মম কন্ঠে স্থতিং বীজং পঞ্চাশদ্ বর্গমদ্ভুতম্ ।” কন্ঠরে মুণ্ডমালা সংস্কৃত সেই বর্গমালার প্রতীক । কন্ঠ হোলো আকাশতত্ত্বরে ভূমি । আকাশ তত্ত্বরে সাথে শব্দ তত্ত্বরে সম্পর্ক ঘনষ্টি । আকাশ তত্ত্বরে প্রতীক মায়রে শ্রীকন্ঠরে ভূষণ তাই শব্দ তত্ত্বরে স্মারক বর্গমালা । জগতরে বদে বদোন্ত – তন্ত্রাদি সকল অধ্যাত্ম জ্ঞানমূলক শাস্ত্র নানা লৌকিকি বদ্যার প্রকাশ ও প্রচারণা- বর্গমালা বা শব্দরে সাহায্যই হয় । মানবদহে এই জ্ঞান কেন্দ্র হলো মধো বা মস্তসিক । সুতরাং দবী কালীর কণ্ঠভূষণ লৌকিকি ও অতলৌকিকি নখিলি জ্ঞানরাশি সম্যক্ সমাহার । দবী স্বয়ং চত্বেবরুপা সুতরাং তাঁর কণ্ঠভূষণ চন্ময় উপাদানই নর্মতি ।

তন্ত্ররে বলা হয়ছে বশ্বিব ব্রহ্মাণ্ড শব্দ দ্বারাই সৃষ্টি । বর্গ হল ৫০টি (আদি বর্গ নয়টি ৫১টি)। এগুলিই সংস্কৃত অক্ষররে বর্গ । দগিম্বরী মায়রে গলায় পঞ্চাশটিনরমুণ্ড হয়ে এই বর্গই শোভা পাচ্ছে । ধ্বংসরে মধ্যে অর্থাৎ শ্মশানে শব্দরূপ শবিরে বুকুে মা দাঁড়িয়ে আছেন । মায়রে ধ্বংস রূপরে অর্থাৎ প্রলয়কালে সকল বর্গকে তিনি নজিরে মধ্যে গ্রহণ করে নেন । একইে বলে মহাপ্রলয় । শবিবিন্দুতে প্যাঁচানো মহাকুণ্ডলী হিসেবে তাঁর থেকেই বর্গ সমূহরে সৃষ্টি হয়ছে । মহাকুণ্ডলী যখন এক প্যাঁচে থাকেন তখন তিনি বিন্দু । যখন তাঁর দুই প্যাঁচ তখন প্রকৃতি + পুরুষ । তিনি প্যাঁচে তিনি নানাবধি শক্তি ও গুন । যমেন ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া ; রজ, সত্ত্ব, তমঃ । তিনি ও অর্ধ প্যাঁচে মহাকুণ্ডলী বক্রিরূপে দেখা দেন । এখান থেকেই প্রকৃতি ৪৯ টিনানা নামে অবতরণ করেন । তিনি তখন সৃষ্টিমুখী । এই ভাবে মহাকুণ্ডলী থেকে বিন্দু ও প্রকৃতি + পুরুষ অবস্থা নিয়ে প্রকৃতির একান্টি প্যাঁচ । শক্তিসিঙ্গম তন্ত্র মতে মহাকুণ্ডলীর ৪৯ প্যাঁচ শক্তিরি নানা নাম । যমেন ১) একজটা ২) উগ্রতারা ৩) সদিধকালী ৪) কালসুন্দরী ৫) ভুবনশ্বেরী ৬) চণ্ডকিশ্বেরী ৭) দশমহাবদ্যা ৮) শ্মশানকালিকা ৯) চণ্ড ভরৈবী ১০) কামতারা ১১) বশকিরণ কালিকা ১২) পঞ্চদশী ১৩) ষোড়শী ১৪) ছিন্মস্তা ১৫) মহামধুমতী ১৬) মহা পদ্মাবতী ১৭) রমা ১৮) কামসুন্দরী ১৯) দক্ষিণা কালিকা ২০) বদ্যিশী ২১) গায়ত্রী (২৪ প্যাঁচ) ২২) পঞ্চমী ২৩) ষষ্ঠী ২৪) মহারত্নশ্বেরী ২৫) মহাসঞ্জীবনী ২৬) পরমকলা ২৭) মহানীলসরস্বতী ২৮) বসুধারা ২৯) ত্রলৈক্যমোহিণী ৩০) ত্রলৈক্যবজিয়া ৩১) মহাকামতারিণী ৩২) অঘোরা ৩৩) সমতি মোহিণী ৩৪) বগলা ৩৫) অরুন্ধতী ৩৬) অন্নপূর্ণা ৩৭) নকুলী ৩৮) ত্রকিণ্টকী ৩৯) রাজ্যশ্বেরী ৪০) ত্রলৈক্যকর্ষণী ৪১) রাজরাজশ্বেরী ৪২) কুকুটী ৪৩) সদিধবদ্যা ৪৪) মৃত্যুহারিণী ৪৫) মহাভগবতী ৪৬) বাসবী ৪৭) ফটেকরী ৪৮) মহাশ্রী মাতৃসুন্দরী ৪৯) শ্রী মাতৃকোৎপত্তিসুন্দরী ।